



45200 - কাফরেদরে অনুকরণে হুকুম এবং ‘মুসলমিরা যটোকো ভালো মনে করে সেটো আল্লাহর কাছে ভালো’ কথাটির অর্থ

প্রশ্ন

কাফরেদরে চাল-চলন ও আচার-আচরণ অনুকরণে ব্যাপারে ইসলামের বধিান কী? ইসলামী শরীয়তে এর মূলনীতিগুলো কী কী? কাফরেদরে যে কোনো কাজে অনুকরণই কী হারাম অনুকরণ? উল্লেখ্য যে কাফরেদরে এমন অনেকে কাজ আছে যগুলো হারাম নয়, শরীয়ত সগেলোর কোন নিন্দা নাই এবং যে ব্যক্তি কাজটি করে সে নছিক কাফরেদরে অনুকরণে উদ্দেশ্যে করে না; বরং সে কাজটি ভালো পয়েছে দেখে করে। যমেনটি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন: ‘মুসলমিরা যটোকো ভালো মনে করে সেটো আল্লাহর কাছে ভালো’।

বযিযটি আমাদরেকো জানাবনে, আল্লাহ আপনাদরেকো সম্মানতি করুন। আমি চাই যে, আপনারা বসিতারতি উত্তর দবিনে এবং এ মাসয়ালার মূলনীতিগুলোও উল্লেখ করবনে।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

- ১- শরীয়ত মুসলমিদরেকো কাফরেদরে অনুকরণ করতে নষিধে করছে। বশিষে করে ইহুদ-খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করা থকে। তবে এই নষিধোজ্জা তাদরে সকল বযিযে আমভাবে নয়। বরং তাদরে যে সমস্ত স্বতন্ত্র ধর্মীয় বযিয, প্রতীক এবং বশিষেত্ব রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে।
- ২- মুসলমিদরে জন্য ধর্মীয় প্রতীক এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কোন গোষ্ঠীর অনুকরণ করার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ তাঁর ধর্মকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করছেন এবং আমাদরে জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পছন্দ করছেন।
- ৩- যে সমস্ত বযিযে কাফরেদরে অনুকরণ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে: ইবাদতের বযিযাবলতি তাদরে অনুকরণ। যমেন: শরিকী বযিযে তাদরে অনুকরণে কবররে উপর কিছু নির্মাণ করা, কবররে সমাধি-সৌধ নির্মাণ করা এবং কবররে ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা। এছাড়া শরিকী-বদিআতী উৎসবে তাদরে অনুকরণ করা। যমেন: মলিাদ-কন্দেরকি ঈদ উদযাপন।
- ৪- অমুসলমিদরে সভ্যতায় উপকারী ও ক্ষতিকর উভয়টিই আছে। তাই আমরা তাদরে সভ্যতার উপকারী কিছু বর্জন করব না এবং ক্ষতিকর কিছু গ্রহণ করব না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমিদরে জন্য ধর্মীয় নদির্শনরে ক্ষেত্রে অন্যদরে অনুকরণ করা নষিপ্রয়োজন

মুসলমিদরে জন্য দ্বীনরে ও ইবাদতরে নদির্শনরে ক্ষেত্রে অন্য কোনো জাতরি অনুকরণ করার প্রয়োজন নহে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধর্মকে সম্পূর্ণ করছেন, তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করছেন এবং আমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পছন্দ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়দা: ৩]

শরীয়ত মুসলমিদদেরকে কাফরেদের অনুকরণ করতে নষিধে করছে। বশিষেত ইহুদ-খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করা থাকে। এই নষিধোজ্ঞা তাদরে সকল বষিয়ে আমভাবে নয়। বরং তাদরে ধর্মীয় বষিয়াবলি, নদির্শন এবং বশিষেত্বরে ক্ষেত্রে যগুলো তাদরে স্বাতন্ত্র্য।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নশিচয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতিকে বঘিতা বঘিতা, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপরে গরতও প্রবশে করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদরে অনুকরণ করবে।” আমরা বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদী ও নাসারাদের?’ তিনি বললেন: “আর কারা?”[হাদীসটি বুখারী (১৩৯৭) ও মুসলিম (৪৮২২) বর্ণনা করছেন]

উক্ত হাদীসে ইহুদ-নাসারার অনুকরণ করার ব্যাপারে নষিধে করা হয়েছে। তাদরে পন্থা যারা অনুসরণ করে তাদরে নন্দা করা হয়েছে। শরীয়ত এই নষিধোজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে জানিয়েছে যে কউে যদি কাফরেদের অনুকরণ করে তাহলে সে তাদরে অন্তর্ভুক্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কউে যদি কোনো সম্প্রদায়রে অনুকরণ করে তাহলে সে তাদরে দলভুক্ত।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৫১২) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (২৬৯১) এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘এ হাদসিরে সর্বনমিন অবস্থার দাবি হচ্ছে তাদরে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম; যদিও এর বাহ্যিক মরমরে দাবি হচ্ছে অনুকরণকারীরা কাফরে।’[ইকতিদাউস সীরাতলি মুস্তাকীম (পৃ. ২৩৭)]

কাফরেদের অনুকরণকারী ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। সে পরাজতি মানসকিতা লালন করে। তাই নজিরে ঘটতি পূরণরে লক্ষ্যে যাকে সে সম্মান করে তার অনুকরণে অগ্রসর হয়। এই প্রকার লোকেরো যদি ইসলামী অনুশাসনগুলোর শ্রেষ্টত্ব

বুঝত এবং যত সন্তোষের সাথে পড়তেন ছোট্টে চলছে তার অন্তর্গত জানত, তাহলে তারা বুঝতেন পারত যত তারা ভুলের উপর আছে। তারা পূর্ণ ও উত্তম কিছু ছাড়া নকিষ্ট ও মন্দরে দিকে ধাবিত হয়ছে।

কাফেরদের নসিদ্ধ অনুকরণে নানা দিক

কাফেরদের নসিদ্ধ অনুকরণে নানা দিক যা থেকে আমাদেরকে নসিধে করা হয়েছে:

শাইখ সালহি আল-ফাওয়ান বলেন: ‘যে সমস্ত বিষয়ে কাফেরদের অনুকরণ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে: ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ। যমেন: শরিকী বিষয়ে তাদের অনুকরণে কবররে উপর কিছু নির্মাণ করা, কবররে উপর সমাধি-সিঁটো নির্মাণ করা এবং কবররে ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ইহুদ-খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর লানত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছে।” [সহিহ বুখারী (৪২৫) ও সহিহ মুসলিম (৫৩১)]

এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন যে তারা তাদের মধ্যকার নেককার ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার কবররে উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং ভেতরে মূর্তি তৈরি করত। তারা হচ্ছে নকিষ্ট সৃষ্টি। [সহিহ বুখারী (৪১৭) ও সহিহ মুসলিম (৫২৮)] বর্তমান যামানায় কবররে ব্যাপারে বাড়িবাড়ি করার কারণে বড় শরিক সংঘটিত হচ্ছে যা সবার কাছেই জানা বিষয়। এর কারণ ইহুদ-খ্রিস্টানদের অনুকরণ।

আরও রয়েছে: শরিকী ও বদআতী উৎসবগুলোর ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ। উদাহরণস্বরূপ: জন্মদনিকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন; যমেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মলিাদ, রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজাদের জন্মদনি পালন প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বদআতী কথিবা শরিকী উৎসবগুলোকে "দবিস" বা "সপ্তাহ" নামেও অভিহিত করা হয়। যমেন: বিভিন্ন দেশের "জাতীয় দবিস", "মা দবিস", "পরচ্ছিন্নতা সপ্তাহ" ইত্যাদি আরও অনেকে "দবিস" ও "সপ্তাহ"। এগুলো সবই কাফেরদের সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশিত উৎসব। অন্যথায় ইসলামে মাত্র দুটি ঈদ রয়েছে: ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এছাড়া আর সবই বদআত ও কাফেরদের অনুকরণ। [আল-হাস্‌সু ‘আলা মুখালাফাতলি কুফ্‌ফার’ শীর্ষক খুতবা থেকে গৃহীত]

ইতঃপূর্বে (47060) নং প্রশ্নের উত্তরে কাফেরদের বিশেষ পোশাকের ক্ষেত্রে এবং তাদের বিশেষ প্রচলন যমেন: দাড়ি মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণে নসিধোজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতিসমূহ

কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম হওয়ার বিষয়টি তাদের উপাসনা ও তাদের বিশেষ প্রথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা উপকারী যা কিছু তৈরি ও উদ্ভাবন করছে সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণে কোনো নষিধে নাই। বরং মুসলিমদের উচিত ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়া ও উদ্ভাবক হওয়া।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘যদি বলা হয় ‘কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ’-এর মানে এ নয় যে, তাদের তরীকত কোনও কিছু আমরা ব্যবহার করব না। এমন কথা কউ বলে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এবং তার পরবর্তী যুগে মানুষজন কাফরেদরে তরীক পোশাক পরত এবং তাদের তরীকাতর ব্যবহার করত।

কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ মূলত তাদের পোশাক, অলংকার এবং বিশেষ প্রথার সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ। এর অর্থ এই নয় যে তারা যাত চড়ে আমরা তাত চড়ব না অথবা তারা যা পরধিন করে আমরা তা পরব না। কিন্তু যদি তারা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চড়ে থাকে যা তাদের স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে আমরা তাদের রীতি অনুযায়ী চড়ব না। তারা যদি একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে পোশাক তরীক করে আমরা সে আকৃতিতে পোশাক তরীক করব না। যদিও আমরা তাদের মতোই গাড়িতে চড়ব এবং তারা যে ধরনের সুতা ব্যবহার করে কাপড় তরীক করে আমরা সেই সুতা দিয়েই কাপড় তরীক করব।’[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১২/ প্রশ্ন: ১১৭)]

তিনি আরও বলেন: ‘সাদৃশ্য গ্রহণের মাপকাঠি হচ্ছে সাদৃশ্য গ্রহণকারী এমন কিছু করবে যা সাদৃশ্য গ্রহণকৃত ব্যক্তির বিশেষত্ব। কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ হলো এই যে, মুসলিম এমন কিছু করবে যা কাফরেদরে কোনও বশিষ্ট। কিন্তু মুসলিমদের মাঝে যা ছড়িয়ে পড়েছে এবং যাদের ক্ষেত্রে কাফরেদরে বিশেষত্ব নাই; সেটি সাদৃশ্য গ্রহণ নয়। তাই এটি সাদৃশ্য গ্রহণ করার কারণে হারাম হবে না; তবে যদি অন্য কোনও দিক থেকে হারাম হয় সেটি ভিন্ন বিষয়। আমরা এখানে যা বললাম এটাই সাদৃশ্য গ্রহণের মর্মার্থ।’[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১২/প্রশ্ন: ১৯৮)]

(21694) নং প্রশ্নোত্তরে আমরা কাফরেদরে অনুকরণের হুকুম ও মূলনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাবনে। এছাড়া (43160) নং প্রশ্নোত্তরেও বশিদ্ আলোচনা রয়েছে।

পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

অমুসলিমদের সভ্যতায় ভালো ও মন্দ উভয়টি আছে। আমরা ভালো পরিত্যাগ করব না এবং মন্দ গ্রহণ করব না। শাইখ শানকীত্বী রাহিমাহুল্লাহ এই অবস্থানকে সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেন:



‘পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে অবস্থান চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ; পঞ্চম কোন প্রকার নই:

১. পশ্চিমা সভ্যতার ভালো-মন্দ সব পরিত্যাগ করা।
২. পশ্চিমা সভ্যতার ভালো-মন্দ সবই গ্রহণ করা।
৩. পশ্চিমা সভ্যতার মন্দকে গ্রহণ করা ও ভালোকে পরিত্যাগ করা।
৪. পশ্চিমা সভ্যতার ভালোকে গ্রহণ করা ও মন্দকে পরিত্যাগ করা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নসিন্দহে প্রথম তিন প্রকার পরিত্যাজ্য। কেবল এক প্রকার নসিন্দহে সঠিক; আর তা হলো সর্বশেষ প্রকার।’[আদওয়াউল বায়ান (৪/৩৮২)]

ইবনে মাসউদে (রাঃ) উক্তি: ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে সেটো আল্লাহর কাছে ভালো’-এর ব্যাখ্যা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে সেটো আল্লাহর কাছে ভালো’ কথাটির দ্বারা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কনিত্তু ববিকেরে কাছে ভালো এমন কিছুকে বুঝানো হয়নি। ইমাম শাফরৌ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে ভালো মনে করল, সে যেন শরয়ি আইন প্রণয়ন করল’। এ কথার দ্বারা সকল মানুষের বপিরীতে ব্যক্তি বিশেষে যটোকে ভালো মনে করে সেটোও উদ্দেশ্য নয়। বরং এই উক্তি দুটো অর্থ হতে পারে, দুটো অর্থই সঠিক:

১. এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন লোকাচারের অনুসরণ করা যা শরীয়ত-বিরোধী নয়।
২. এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইজমার প্রামাণিকতা। মুসলমিরা যদি কোনো কিছুকে ভালো মনে করার ব্যাপারে সর্বসম্মত হয়ে যায়, তাহলে এই একমত-ই প্রমাণ। তখন আল্লাহর কাছে এর বধিান উত্তম বলে গণ্য হবে। ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে’ এই কথাটির এমন অর্থ হতে পারে।[দখুন: সারাখসীর রচি ‘আল-মাবসূত্ব (১২/১৩৮) ও ইবনুল কাইয়মিরে ‘আল-ফুরুসিয়্যাহ’ (পৃ. ২৯৮)]

এটি অর্থটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন আমরা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে সকল মুসলমিরে ব্যাপারে ব্যাপক বলে গণ্য করব। যদিও তার কথার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে কথাটি বলছেন; অন্যদের ব্যাপারে নয়। তাঁর উক্তিটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো: ‘আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের অন্তরগুলোর দিকে নজর দিয়ে দেখতে পেলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর বান্দাদের



অন্তরসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই তিনি তাকে নজিরে জন্ম বাছাই করলেন এবং তাঁকে নজি রসিলাত দিয়ে প্ররোণ করলেন। এরপর মুহাম্মাদরে অন্তররে পর তিনি অন্য বান্দাদরে অন্তররে দকি তাকয়ি দেখতে পেলেন তাঁর সাহাবীদরে অন্তরগুলো সর্বোত্তম। তাই তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজরি বানয়ি দলিনে। যারা তাঁর দ্বীনরে পক্ষ্যে লড়াই করে। অতএব, মুমনিরা যটোকে উত্তম মনে করে সটো আল্লাহর কাছে উত্তম। আর মুমনিরা যটোকে মন্দ মনে করে সটো আল্লাহর কাছে মন্দ।'[হাদীসটি ইমাম আহমদ (৩৪১৮) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী 'তাখরীজুত ত্বহাভয়িযা' (৫৩০)-তে হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করছেন]

কোন অবস্থায় ইবনে মাসউদ রাদয়িল্লাহু আনহুর এই বক্তব্য দিয়ে শরীয়ত হারাম করেছে যমেন: 'মুশরকিদরে সাদৃশ্য গ্রহণ' এমন কোনো কিছুকে উত্তম গণ্য করার পক্ষ্যে দলিল দয়ো সঠিক নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।